Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যিকর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছাবিকুন নাহার তন্বী

রোলঃ 216021289

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যিকর

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছাবিকুন নাহার তন্বী

রোলঃ 216021289

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যিকর" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ------, আইডিঃ ------- বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যিকর " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

ছাবিকুন নাহার তন্বী

আইডিঃ 216021289

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা :

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি একক পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল সবকিছুর পরিকল্পনা কারী ও ব্যবস্থাপক। তিনি দিনের ওপর রাতকে আবর্তন করেন চক্ষুষ্মান শিক্ষা গ্রহণের জন্য। সৃষ্টিজগতের মাঝে যাকে নির্বাচন করেন তাকে নেককারদের দলভুক্ত করেন। তিনি যাকে ভালবাসেন তাকে দুনিয়া থেকে নিরাশক্ত রাখেন।

ফলে তারা আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি লাভে সর্বশক্তি ব্যয় করতে সক্ষম হয়। পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয়ে থেকে দূরে থাকে। জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। আল্লাহর আনুগত্য মনে প্রাণে চেষ্টা করে। সকাল সন্ধ্যায় তার স্মরণে নিয়োজিত থাকে। সর্বাবস্থায় অর্থাৎ রাত দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকে। ফলে নূরের রোশনিতে তাদের হৃদয় আলোকিত হয়।

আমি সেই মহান প্রভুর শুকরিয়া আদায় করছি। আমি প্রশংসা করছি তার সকল নেয়ামতের। আমি তার কাছে আরো দেয়া অনুগ্রহ কামনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক অমুখাপেক্ষী পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম   আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহর প্রিয় হাবিব ও বন্ধু। সৃষ্টি জগতের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।

আল্লাহতালার শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তার উপর ও সকল নবীগণের উপর। সকলের পরিবারবর্গ ওসকল নেককারদের উপর।

আম্মা বাদ, পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فاذكروني اذكركم

অর্থ :তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব। (সূরা বাকারা :১৫২)

তিনি আরো বলেন :وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون (সূরা যারিয়াত :৫৬)

এদারা বুঝা গেল যে বান্দার শ্রেষ্ঠ অবস্থা হল যখন সে আল্লাহর জিকির করে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত জিকির আজগারে মশগুল থাকে।

যিকর শব্দের অর্থ :

-- ' যিকর ' আরবী শব্দ। বাংলায় এর অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। কোনো প্রকারে মনে, মুখে, অন্তরে, কর্মের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, আদেশ পালন করে বা নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নাম,গুণাবলী, বিধিবিধান, তাঁর পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি স্মরণ করা বা করানোকে ইসলামের পরিভাষায় যিকর বা আল্লাহর যিকর বলা হয়। তবে কুরআন ও সুন্নাহে 'যিকর' বলতে সাধারণভাবে কোনো না কোনোভাবে মুখের ভাষায় 'আল্লাহর স্মরণ' করাকে বুঝানো হয়। মুখের সাথে মনের ও কর্মের স্মরণ থাকতে হবে। শুধু কর্মের স্মরণ বা শুধু মনের স্মরণও যিকর। তবে কুরআন ও হাদীসে যিকরের নির্দেশের ক্ষেত্রে, যিকরের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে বা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যিকর বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বত্র মূলত মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ বুঝানো হয়েছে। উপর্যুক্ত ব্যাপক অর্থে ঈমান ও নেককর্ম সবই 'যিকর' বলে গণ্য। যিকির সাধারণ দু'ই পর্যায়ের হয়ে থাকে : ফরয ও নফল। সর্বোপরি, আত্মশুদ্ধির জন্য কুরআন-হাদিসে যিকিরের প্রতি সর্বোচ্চ গূরত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে যিকির শব্দটি মোট ২৬৮ বার এসেছে। এর মধ্যে ১৫৪ বার শব্দটি ফে'ল (ক্রিয়া) হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আর ১১৪ বার ইসম (বিশেষ্য) হিসেবে। মজার ব্যাপার হলো এই জিকির শব্দটির এতই সুক্ষ্ম যে, শুধুমাত্র যের এর পরিবর্তে যাল অক্ষরের উপর যবর দিলেই উচ্চারণ হয় 'যাকার' এবং অর্থ দাঁড়ায় 'পুরুষ', যেমনঃ মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم َ

অর্থঃ সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। (সুরা ইমরান ৩:৩৬)

তাই জিকির শব্দটি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের আগে দেখি মহান আল্লাক পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে জিকির শব্দ দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন। কুরআনে জিকির কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে জানতে পারলে মনে আর জিকির সম্পর্ক কোন সংশয় থাকবে না ইনশাল্লাহ।

১। জিকির শব্দের অর্থ স্মরণঃ

জিকিরের শাব্দিক অর্থ স্মরণ, এই অর্থেই কুরআনে অনেকগুলি আয়াত আছে। যেমনঃ মহান আল্লাহ বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

অর্থঃ সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সুরা বাকারা ২:১৫২)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

অর্থঃ অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় সালাত মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (সুরা নিসা ৪:১০৩)।

২। জিকির শব্দের অর্থ আল কুরআনঃ

জিকির কুরআন অর্থে অনেকগুলো আয়াত আছে। যেমনঃ মহান আল্লাহ বলেন,

*إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থঃ আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (সুরা হিজর ১৫:৯)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থঃ এবং আপনার কাছে আমি অহী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তোদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে। (সুরা নাহল ১৬:৪৪)

মন্তব্যঃ এমনিভাবে কুরআনের সুরা যুকরুক ৪৩:৫, সুরা কালাম ৬৮:৫১ আয়াতে জিকির শব্দটি কুরআন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং যিনি কুরআন তিলওয়াত করছেন তিনি মূলত জিকির করছেন।

৩। জিকির শব্দের অর্থ উপদেশঃ

জিকির উপদেশ অর্থে কুরআনে কয়েকটি আয়াত আছে। যেমনঃ মহান আল্লাহ বলেন,

*نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

অর্থঃ তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন। (সুরা ক্বাফ ৫০:৪৫)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ এবং উপদেশ দিতে থাকুন। কেননা, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে। (সুরা যারিয়া'ত ৫১:৫৫)

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

অর্থঃ কিন্তু আপনিই তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (সুরা ফুরকান ২৫:১৮)।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

অর্থঃ আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের। (সুরা ইয়াসিন ৩৬:১১)

মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থঃ আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? (সুরা আম্বিয়া ২১:১০)।

মন্তব্যঃ এমনিভাবে কুরআনের উপদেশ অর্থে জিকির শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মানুষকে উপদেশ প্রদানে জন্য যে সকল ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয় তাকে আমরা জিকিরের মাহফিল বলতে পারি। আমাদের অনেকের এই জ্ঞানই নেই যে, তাফসীরের মাহফিলকেও জিকিরের মাহফিল বলা যায়।

৪। জিকির শব্দের অর্থ সালাতঃ

সালাত অর্থে কুরআনে কয়েকটি আয়াত আছে। যেমনঃ মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থঃ মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (সুরা জুমা ৬২:৯)

মহান আল্লাহ বলেন,

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

অর্থঃ তখন সে বললঃ আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে (আছরের সালাত) বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি-এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (সুরা সা'দ ৩৮:৩২)]

৫। জিকির শব্দের অর্থ বিধানঃ

বিধান অর্থেও কুরআনে জিকির শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃমহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

অর্থঃ এবং যে আমার বিধান (স্মরণ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। (সুরা ত্বা-হা ২০:১২৪)

মহান আল্লাহ বলেন,

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا

অর্থঃ যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার বিধান (স্মরণ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আযাবে পরিচালিত করবেন। (সুরা জ্বীন ৭২:১৭)

৬। জিকির শব্দের অর্থ বর্ণনা করাঃ

জিকিরের বর্ণন করা অর্থও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ মহান আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

অর্থঃ এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (সুরা মারঈয়াম ১৯:১৬)

৭। জিকির শব্দের অর্থ মর্যাদাঃ

মহান আল্লাহ বলেন,
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

অর্থঃ এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে একটি মর্যাদা (জিকির) হয়ে থাকবে এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (সুরা যূখরুফ ৪৩:৪৪)

৮। জিকির শব্দের অর্থ সংবাদ বা খবরঃ

মহান আল্লাহ বলেন,
وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا

অর্থঃ তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা (সংবাদ) বর্ণনা করব। (সুরা কা'হফ ১৮:৮৩]

৯। জিকির শব্দের অর্থ আল্লাহ ডাকাঃ
মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

অর্থঃ মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে ডাক (স্মরণ) কর। [সুরা আহযাব ৩৩:৪১]

১০। জিকির শব্দের অর্থ লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

অর্থঃ আমি লাওহে মাহফুজের (সংরক্ষিত ফলকের) পর কিতাবে লিখে দিয়েছি। আমার যোগ্যতাসম্পন্ন (অথবা নেককার) বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সুরা আম্বিয়া, ২১:১০৫)

১১। জিকির শব্দের অর্থ ইবাদাতঃ

জিকির মহান আল্লাহর একটি প্রদত্ত একটি ইবাদাত।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ আর আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী। তাদের জন্য আল্লাহর প্রস্তত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (সুরা আহযাব ৩৩:৩৫)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيراً

অর্থঃ মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (সুরা আহযাব ৩৩:৪১)।

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র (স্মরণ) করে, আর যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র করে না তারা যেন জীবিত আর মৃত। (সহিহ বুখারী ৬৪০৭, ভিন্ন শব্দে সহিহ মুসলিম ৭৭৯)

সকাল ও সন্ধ্যার যিকিরসমূহ :

১) আয়াতুল কুরসী:

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ڬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যূল কাইয়্যূমু লা তা'খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহূ মা-ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইয়ুহীতূনা বিশাইইম মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ।ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব। ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিয়্যূল 'আযীম। অনুবাদ : আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী'

আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান। [সূরা বাকারা - ২: ২৫৫]

যিকির নং - ২) সূরা ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস (তিনবার করে পাঠ করবে) হাদীসে এসেছে, রাসূল বললেন, যে ব্যক্তি সকাল ও বিকালে ‘কুল হুআল্লাহু আহাদ’ (সূরা ইখলাস), ‘সূরা ফালাক’ ও ‘সূরা নাস’ তিনবার করে বলবে, এটাই আপনার সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে। আবূ দাউদ ৪/৩২২, নং ৫০৮২; তিরমিযী ৫/৫৬৭, নং ৩৫৭৫। আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী, ৩/১৮২।

যিকির নং - ৩) اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُور আল্লা-হুম্মা বিকা আসবাহ্না ওয়াবিকা আমসাইনা ওয়াবিকা নাহ্ইয়া, ওয়াবিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর। অনুবাদ : “হে আল্লাহ! আমরা আপনার জন্য সকালে উপনীত হয়েছি এবং আপনারই জন্য আমরা বিকালে উপনীত হয়েছি। আর আপনার দ্বারা আমরা জীবিত থাকি, আপনার দ্বারাই আমরা মারা যাব; আর আপনার দিকেই উত্থিত হব। [তিরমিযী, ৫/৪৬৬, নং ৩৩৯১]

যিকির নং - ৪) সাইয়েদুল ইস্তেগফার : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْت আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খলাক্বতানী ওয়া আনা ‘আব্দুকা, ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাস্তাত্বা‘তু। আ‘উযু বিকা মিন শাররি মা সানা‘তু, আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযাম্বী। ফাগফির লী, ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা। অনুবাদ : হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব্ব, আপনি ছাড়া আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আর আমি আমার সাধ্য মতো আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছি। আমি আমার

কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।আপনি আমাকে আপনার যে নিয়ামত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি, আর আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। অতএব আপনি আমাকে মাফ করুন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ করে না। ["যে ব্যক্তি সকালবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা এটি ('সায়্যিদুল ইসতিগফার') দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে পড়বে, সে ঐ দিন রাতে বা দিনে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।" বুখারী, ৭/১৫০, নং ৬৩০৬]

যিকির নং - ৫)

حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم

হাসবিয়াল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুয়া, 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়াহুয়া রব্বুল 'আরশিল 'আযীম)। "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি। আর তিনি মহান আরশের রব্ব।" যে ব্যক্তি দো'আটি সকালবেলা সাতবার এবং বিকালবেলা সাতবার বলবে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তাভাবনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট হবেন। ইবনুস সুন্নী, নং ৭১, মারফূ' সনদে; আবূ দাউদ ৪/৩২১; মাওকূফ সনদে, নং ৫০৮১(৭ বার)

যিকির নং - ৬)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم

বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'আ ইস্‌মিহী শাইউন ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা ফিস্ সামা-ই, ওয়াহুয়াস্ সামী'উল 'আলীম)। (৩ বার)

অনুবাদ : আল্লাহ্‌র নামে; যাঁর নামের সাথে আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। [যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং বিকালে তিনবার এটি বলবে, কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। আবূ দাউদ,

৪/৩২৩, নং ৫০৮৮; তিরমিযী, ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৮; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৬৯; আহমাদ, নং ৪৪৬]

যিকির নং - ৭)

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّاً، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيّا ً

(রদ্বীতু বিল্লা-হি রব্বান, ওয়াবিল ইসলা-মি দ্বীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাবিয়্যান)। (৩ বার)   অনুবাদ : আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবীরূপে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট। [যে ব্যক্তি এ দো‘আ সকাল ও বিকাল তিনবার করে বলবে, আল্লাহর কাছে তার অধিকার হয়ে যায় তাকে কিয়ামাতের দিন সন্তুষ্ট করা। আহমাদ ৪/৩৩৭; নং ১৮৯৬৭; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ, নং ৪; ইবনুস সুন্নী, নং ৬৮; আবু দাউদ, ৪/৩১৮, নং ১৫৩১; তিরমিযী ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৯]

যিকির নং - ৮)

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِيَ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যূমু বিরহ্মাতিকা আস্তাগীসু, আসলিহ্ লী শা’নী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা ‘আইন।

অনুবাদ : হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের অসীলায় আপনার কাছে উদ্ধার কামনা করি, আপনি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন, আর আমাকে আমার নিজের কাছে নিমেষের জন্যও সোপর্দ করবেন না। [হাকেম ১/৫৪৫]

যিকির নং - ৯)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী । (১০০ বার)   অনুবাদ : আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। [যে ব্যক্তি তা সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট কিছু কেউ নিয়ে আসতে পারবে না, তবে সে ব্যক্তি যে তার মত বলবে, বা তার চেয়ে বেশি এমন করবে। [সহি মুসলিম হা/ নং : ২৬৯২]

যিকির নং - ১০)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর)। সকাল বেলা (১০০ বার)

অনুবাদ : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। [যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলবে, সেটা তার জন্য দশটি দাসমুক্তির অনুরূপ হবে, তার জন্য একশত সাওয়াব লিখা হবে, সে দিন বিকাল পর্যন্ত সেটা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বিবেচিত হবে; আর কেউ তার মত কিছু নিয়ে আসতে পারবে না, হাঁ, সে ব্যক্তি ব্যতীত যে তার চেয়েও বেশি আমল করবে। বুখারী, ৪/৯৫, নং ৩২৯৩; মুসলিম, ৪/২০৭১, নং ২৬৯১]

যিকির নং - ১১) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

(সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিদা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী)। (৩ বার)   অনুবাদ : আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি— তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের

সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ (অগণিত অসংখ্য)। [মুসলিম হাদিস নং : ২৭২৬]

যিকির নং - ১২)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلا

আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফে‘আন ওয়া রিয্‌কান তাইয়্যেবান ওয়া ‘আমালান মুতাক্বাব্বালান) (সকালবেলা বলবে)

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি। [ইবনে মাজাহ হাদিস নং ৯২৫]

যিকির নং - ১৩)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

(আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহি)

অনুবাদ : "আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি"। (প্রতি দিন ১০০ বার) [বুখারি হাদিস নং ৪৩৬০, মুসলিম হাদিস নং ২৭০২]

যিকির নং - ১৪)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(আ‘ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্বা)। (বিকালে ৩ বার) অনুবাদ : "আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।"[যে কেউ বিকেল বেলা এই দোয়াটি তিনবার বলবে, সে রাতে কোন বিষধর প্রাণী তার ক্ষতি করতে পারবে না। আহমদ হাদিস নং ৭৮৯৮]

যিকির নং - ১৫)

» اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبَيِّنَا مُحَمَّدٍ

(আল্লা-হুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ‘আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ) [সকাল-বিকাল ১০ বার করে] অনুবাদ : হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর। [যে কেউ সকালবেলা আমার উপর দশবার দরূদ পাঠ করবে এবং বিকেল বেলা দশবার দরূদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমার সুপারির দ্বারা সৌভাগ্যবান হবে। সহী তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৯৩]

যিকির নং - ১৬)

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

(আল্লা-হুম্মা মা আসবাহা বী মিন নি‘মাতিন আউ বিআহাদিন মিন খালক্বিকা ফামিনকা ওয়াহ্‌দাকা লা শারীকা লাকা, ফালাকাল হাম্‌দু ওয়ালাকাশ্‌ শুক্‌রু) অনুবাদ : হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আমার সাথে সকালে উপনীত হয়েছে, অথবা আপনার সৃষ্টির অন্য কারও সাথে; এসব নেয়ামত কেবলমাত্র আপনার নিকট থেকেই; আপনার কোনো শরীক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই। আর সকল কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য। [যে ব্যক্তি সকালবেলা উপরোক্ত দো‘আ পাঠ করলো সে যেনো সেই দিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি বিকালবেলা এ দো‘আ পাঠ করলো সে যেনো রাতের শুকরিয়া আদায় করলো’’। হাদীসটি সংকলন করেছেন, আবূ দাউদ ৪/৩১৮, নং ৫০৭৫; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নং ৭]

জিকরুল্লাহর উপকার :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,(আমি তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির করার আদেশ দিচ্ছি। জিকিরের উদাহরণ হল সেই ব্যক্তি তার শত্রুরা দ্রুত গতিতে ধাওয়া করল। অবশেষে সে ব্যক্তি এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করল। অনুরূপভাবে আল্লাহর জিকির করা ব্যতীত কোন বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।) (তিরমিজি :২৮৬৩)

জিকিরের যদি এই একটি মাত্র উপকার ব্যতীত অন্য কোন উপকার নাও থাকতো, তবুও অহর্নিশ তার জিকিরে জিব্বাকে সিক্ত রাখা বান্দার জন্য আবশ্যক হত। প্রতিটি মুহূর্ত ওকে আল্লাহর জিকির ডুবে থাকতে হতো। কেননা চিরশত্রু শয়তান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ওয়াজিব। আর তার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র পথ হলো জিকির।

জিকিরের গুরুত্ব :

নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ ফরজ ইবাদতের পর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সর্বোত্তম উপায় হলো অধিক পরিমাণে জিকির করা। এজন্য হজ সমাপনের পরপরই আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে জিকিরে মাশগুল হতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে যখন হজের যাবতীয় অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে; বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ করবে।' (সুরা বাকারা : ২০০)

জিকির সর্বোত্তম আমল : জিকিরের ফজিলত সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।' (বুখারি : ৬০৪৪)। সাহাবিদের উদ্দেশে রাসুল (সা.) বলেছেন,

‘আমি কি তোমাদেরকে এমন উত্তম আমলের কথা বলে দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট অত্যন্ত পবিত্র, যা সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম আর শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের ঘাড়ে আঘাত করা আর তারা তোমাদের ঘাড়ে আঘাত করার চেয়েও উত্তম? সাহাবাগণ (রা.) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন তা হলো আল্লাহ তায়ালার জিকির।’ (ইবনে মাজা : ৩৭৯০)। নিজেকে এমনভাবে জিকিরে অভ্যস্ত করা উচিত যাতে মৃত্যুর সময় জবানে জিকির জারি থাকে। হাদিসে এসেছে, ‘একবার হজরত মুয়াজ বিন জাবাল রাসুলকে (সা.) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসুল (সা.) বললেন, ‘মৃত্যুর সময় যেন তোমার জিহবা আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে।’ (আল-মুজামুল কাবির : ১৮১)

জিকিরে মানসিক প্রশান্তি : জিকির ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ভালো থাকা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।’ (সুরা তহা : ১২৪)। মানসিক প্রশান্তির জন্যও জিকির এক মহৌষধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।’ (সুরা রাদ : ২৮)

শয়তান থেকে আত্মরক্ষা : শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হলো এই জিকির। জিকির ছেড়ে দিলে বান্দা আল্লাহর জিম্মাদারি থেকে বেরিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সেই হয় তার সহচর।’ (সুরা জুখরুফ : ৩৬)। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির’ বলবে, সে দশটি গোলাম আজাদ করার সমান সাওয়াব লাভ করবে। আর তার নামে লেখা হবে ১০০টি সওয়াব এবং তার আমল থেকে ১০০টি গুনাহ মুছে ফেলা

হবে। আর সে সেদিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন কেউ তার চেয়ে ভালো আমল আনতে পারবে না, একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তার থেকে বেশি নেক আমল করেছে।' (বুখারি : ৬০৪০)

যার কলবে আল্লাহর জিকির জারি থাকে সেখানে শয়তান থাকতে পারে না। প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেন, 'শয়তান আদম সন্তানের কলবে জেঁকে বসে থাকে। যখনই আল্লাহর জিকির করে সে ছিটকে পড়ে। আর যখনই কলবের জিকির বন্ধ থাকে সে কুমন্ত্রণা দেয়।' (মুসান্নাফে আবি শায়বাহ : ৩৫৯১৯)

গুনাহ মার্জনার জিকির : রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল হামদুলিল্লাহ', ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির' পড়ে, তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তা সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমতুল্য হয়।' (মুসলিম : ১৩৮০)

জিকিরে আসে সফলতা : জিকিরে মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় আর জিকির বিমুখতায় আল্লাহর সঙ্গে বান্দার দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া মানব জীবনের বড় ব্যর্থতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে।'

যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।' (সুরা মুনাফিকুন : ৯)। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ফরজ নামাজের পর কয়েকটি কালেমা এমন আছে যেগুলো পাঠকারী ব্যর্থ হয় না।' সে কালেমাগুলো হচ্ছে, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আল হামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলা। (মুসলিম : ১৩৭৭)

আল্লাহ তায়ালার জিকিরেই মানুষের শান্তি ও মুক্তি। জিকিরই হচ্ছে পার্থিব জীবনে সফলতার সোপান। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।' (সুরা আনফাল : ৪৫)। তাই আমরা সদা সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকব। আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দান করুন।

জিকরুল্লাহর ফজিলত :

মুয়াদ বর্ণিত, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিকরুল্লাহ আদম সন্তানকে আল্লাহর আজাব থেকে যতটা রক্ষা করে, অন্য কোন আমল ততটা রক্ষা করতে পারে না।) (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১৩/৩৬৯-৩৭০)

ওয়াজ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জানাবো না? যে আমল তোমাদের মালিকের সবচেয়ে প্রিয় তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সর্বাধিক সহায়ক স্বর্ণ রুপ্যদান করার চেয়ে অধিক উত্তম এবং মুখোমুখি হয়ে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া ও তাদের কর্তৃক তোমাদের গর্দান উড়ে যাওয়া থেকে শ্রেষ্ঠ।') (মুসনাদ আহমদ :৫/২৩৯)

জিকির সর্বোত্তম আমল :

আগার আবু মুসলিম বলেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আবু হুরায়রা- আবু সাইদ এমন সাক্ষী দিয়েছেন যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

কোন দল আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে কোথাও একত্রিত হলে ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ধরেন রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের ওপর প্রশান্তি নেমে আসে আর

আল্লাহ তার নিকটস্থ ফেরেশতাদের সামনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। (মুসলিম :৬৭৪৮)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহুআনহু থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কে জিজ্ঞেস করা হয়,

সর্বোত্তম বান্দা কারা কেয়ামতের দিন কারা আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে?

তিনি বলেন বেশি বেশি আল্লাহর জিকিরকারীরা। জিজ্ঞেস করা হয় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ও নয়? তিনি বলেন , জিহাদকারী যদি কাফির ও কাফির ও মুশরিকদের কে তরবারি দিয়ে এমন জোরে আঘাত করে যে তরবারি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় নিজেও রক্তাক্ত হয়ে পড়ে তবুওআল্লাহর জিকিরকারীর মর্যাদা তার থেকে বেশি হবে। (তিরমিজি :৩৩৭৬)

আবু মুসা আসআরি থেকে বর্ণিত, সাল্লাহু আলাই সালাম বলেন, যে জিকির করে আর যে জিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত মানুষ। (বুখারী :৬৪০৭)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা বলেন আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখে আমি তার সাথে তেমন আচরণ করি। যখন সে কি করে আমি তখন তার সাথেই থাকি। সে যদি মনে মনে আমার জিকির করে মনে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে মজলিসে আমার জিকির করে দের চেয়ে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি। সে এক বিঘত আমার দিকে এগিয়ে আসলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। এক হাত আমার দিকে এগিয়ে আসলে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী :৭৪০৫, মুসলিম :১৬৭৫)

জিকরুল্লাহর মজলিস জান্নাতের একটি বাগান :

আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কখনো জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে ফল তুলে নিও সাহাবীগণ বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ বাগান কি?তিনি বলেন, জিকিরের মজলিস। (তিরমিজি :৩৫১

মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তারা ও উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা বসে বসে আল্লাহর জিকির করে ,ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে নেয়।আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে নেয়।তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলা তার কাছের ফেরেশতাদের সঙ্গে জিকির কারীদের বিষয়ে আলোচনা করেন। (মুসলিম :২৭০০)

জিকির হবে জবানে ও অন্তরে :

জিকির মুখে হতে পারে আবার অন্তরেও হতে পারে। তবে একই সাথে উভয়টির মাধ্যমে জিকিরই শ্রেষ্ঠ। যদি একটি দিয়ে করতে হয় তবে অন্তর দিয়ে করায় উত্তম। অবশ্য লোকেরা কি মনে করবে,এজন্য অন্তরের সঙ্গে মুখের জিকির কে ছেড়ে দেওয়া ঠিক না উভয়টি দিয়ে জিকির করবে। উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। ফুজাইল রহমাতুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে, মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেয়ার নাম রিয়া বা কপটতা। মানুষের সমালোচনা ও কথাবার্তার পরোয়া করলে অবান্তর ধ্যান-ধারণা থেকে বাঁচতে চাইলে মাংস ভালো ও কল্যাণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। দিনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মহান বিষয়ে অবহেলা করে নিজের ক্ষতি ডেকে আনতে হবে। এটি আরেফিনও আল্লাহ ওয়ালাদের পথ নয়।

সহি বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, তোমরা নামাজে আওয়াজে একেবারে উঁচু করোনা আবার বেশি নিচুও করোনা -এই আয়াতটি দোয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল :১১০)

জিকিরের ফজিলত :জিকিরের ফজিলত কেবল সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বা এজাতীয় বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং আল্লাহর সকল আনুগত্য কারী ব্যক্তি আল্লাহর জিকিরকারী। হযরত সাইদ বিন জুবাইর রাহমাতুল্লাহসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এমনটিই বলেছেন।

হযরত আতা রহমতউল্লা বলেন জিকিরের মজলিস অর্থ হলো হালাল হারামের আলোচনা, কিভাবে ক্রয় বিক্রয় করা হবে, নামাজ কেমন করে আদায় করা হবে, রোজা রাখা সঠিক পদ্ধতি কি, বিবাহের পদ্ধতি ও তালাক প্রদানের নিয়ম, হজের সঠিক নিয়ম কি? ইত্যাদি বিষয়ের মজলিশ।

বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা :আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ان المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات
والقانتين والقانتاتوالصادقين والصادقات
والصابرين والصابرات
والخاشعين والخاشعات
والمتصدقين والمتصدقات
والصائمين والصائمات
والحافظينفروجهم
والحافظات والذكر اللهكثيرا والذكرات
(আহযাব:৩৫)

অর্থ :নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয় পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজাদার পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের জন্য (আল্লাহ তাআলা বিশেষ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখে দিয়েছেন) (আহযাব:৩৫)

অজু না থাকা অবস্থায় জিকির করা :উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে মুখেও অন্তরে যে কেউ জিকির করতে পারবে। অজু গোসল না থাকা অবস্থায় ও মহিলারা ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থায় জিকির করতে পারবে।

এ সময়ে সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ওদরুদ পাঠ ইত্যাদি জিকির করতে পারবে।

অবশ্য গোসল ফরজ , ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা নিষেধ। চাই তা অল্প হোক বা বেশি হোক। তবে তারা উচ্চারণ না করে মনে মনে পড়তে পারবে। অনুরূপভাবে কুরআনের কপিতে তাকিয়ে তাকিয়ে এবং মনে মনে আওড়ানো যাবে। তবে গোসল ফরজ ঋতুশ্রাব ও প্রসূতি অবস্থায় কুরআনের আয়াত দুয়া হিসেবে পড়তে পারবে। যেমন বিপদের সম্মুখীন হলে ইন্না ইলাইহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে পারবে। এছাড়া কোন বাহনে আরোহন করার সময় এ দোয়া পড়তে পারবে

:سبحان الذي سخر لناهذا وما كنا له مقرنين

অর্থ :(পবিত্র তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না।)

দোয়ার মধ্য পড়তে পারবে : ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار

অর্থ :(হে পরওয়ার দিগার আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করো ।)

ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থায় তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য না করে বিসমিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারবে। তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য না করে যে কোন উদ্দেশ্যে বলতে পারবে গুনাহ হবে না।

জিকির কারীর হালত :

জিকির কারীকে সর্বোত্তম হালতে থাকা চাই। বসবে শান্ত বিনয়াবনতা ও অবনত মস্তকে বসবে। এছাড়া ভালো তো বসলেও মাকরুহ হবে না জায়েজ আছে তবে কোন কারণ

ছাড়া ভিন্ন হালাতে বসলে অনুত্তম হবে। ভিন্ন হালোত মাখলুনা হওয়ার দলিল হলো এই আয়াত :

ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالبابالذين يذكرون الله قياما وقعودا على ذنوبهمويتفكرون في خلق السماوات والارض

অর্থ :নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে এবং দিবস রজনীর পরিবর্তনের মধ্যে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে আল্লাহর জিকির করে এবং আকাশ ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা- গবেষণা করে। (সূরা আল ইমরান :১৮৯-১৯০)

জিকিরের স্থান যেমন হবে :

জিকিরের স্নানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভেজাল মুক্ত থাকা চাই। কেননা এতে জিকির ও জিকিরকৃত সত্তা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এ কারণেই মসজিদ ও সম্মানিত স্থানে জিকিরের জিকিরের প্রশংসা করা হয়েছে। আবু মাইসারা রাহমাতুল্লাহ বলেন, পবিত্র স্থান ব্যতীত জিকির করা যাবে না। জিকির করার সময় মুখ ও পরিষ্কার হওয়া চাই। কোন দুর্গন্ধ থাকলে মিসওয়াক করে নিতে হবে। আর কোন ধরনের না পাখি থাকলে পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়া চাই।

এরপরও যদি না ধুয়ে জিকির করে তাহলে তা মাকরূহ হবে। কিন্তু এ অবস্থায় জিকির করা হারাম হবে না। মুখে নাপাকি নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা মাকরুহ। হারাম হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে তবে বিশুদ্ধ মত হল হারাম হবে না।

যে সব অবস্থায় জিকির করা মাকরুহ:

*পেশাব পায়খানা করার সময়।

*সহবাস করার সময়।

*খতিব সাহেবের খুতবা শ্রবণ কারীর জন্য খুতবা চলার সময়।

*নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় বরং এসময় তিলাওয়াতে মশগুল থাকবে।

*তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়।

তবে রাস্তায় চলমান অবস্থায় এবং গোসলখানায় থাকা অবস্থায় জিকির করা মাকরুহ হবে না।

জিকিরের হাকিকত :

জিকিরের মূল উদ্দেশ্য হলো মনের উপস্থিতি। তাই এ উদ্দেশ্যে অর্জনের সচেষ্ট থাকা চাই। যা জিকির করছে সে বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগী হওয়া। অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা।

কুরআন কারীম তেলাওয়াত সর্বোত্তম জিকির :

বুঝে বুঝে ও চিন্তাও ফিকিরের সাথে তেলাওয়াতেই রয়েছে এর শ্রেষ্ঠত্ব। দিনে রাতে ঘরে বাইরে দেশে-বিদেশে সব সময় কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি যত্নবান হওয়া চাই। পূর্ববর্তী মনীষীদের কুরআন খতমের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকতো। তারা উক্ত সময় কোরআন খতম করতেন। তাদের কেউ কেউ দুই মাসে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ এক মাসে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ প্রতি ১০রাতে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ প্রতি আট রাতে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ প্রতি সারা রাতে এক খতম পড়তেন। এটি বেশিরভাগ মনীষীদের অভ্যাস ছিল। কেউ কেউ ছয় রাতে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ পাচ রাতে দেখো খতম পড়তেন।

কেউ কেউ চার রাতে এক খতম পড়তেন। অনেকে আবার তিন রাতে এক খতম পড়তেন। অনেকে একদিন এক রাতে এক খতম পড়তেন। একদল মনীষী একদিন এক রাতে দুই খতম পড়তেন। আবার কেউ কেউ একদিন এক রাতে তিন খতম পড়তেন।

*আসল কথা হল ব্যক্তির ভিন্নতার কারণেই কোরআন খতমের সময়ের বিষয়ে এরূপ ভিন্নতা হয়েছে।

বিশিষ্ট তাবেঈ ইমাম তালহা বিন মুশাররিফ রহমতউল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন কোন ব্যক্তি দিনের কোন মুহূর্তে কোরআন খতম করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকেন। আর কোন ব্যক্তি রাতের কোন সময় কোরআন খতম করলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকেন।

তেলাওয়াতের শ্রেষ্ঠ সময় :নামাজের তেলাওয়াত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ তেলাওয়াত। ইমাম শাফি ইউ অনন্যা ইমাম দের মাযহাব হল নামাজের দীর্ঘ রুকু সিজদা করার চেয়ে দীর্ঘ কিরাতের মাধ্যমে কিয়াম দীর্ঘ করা উত্তম। নামাজের বাইরে রাতের তেলাওয়াত উত্তম। রাতের শুরুর ভাগের চেয়ে শেষ ভাগে তেলাওয়াত করা উত্তম।মাগরিবো এশার মাঝে কুরআন তেলাওয়াত করা ভালো। তিলাওয়াতের জন্য জুমার দিন বৃহস্পতিবার ও আরাফার দিনকে নির্বাচন করা যায়। আর দশকের হিসেবে জিলহজ মাসের প্রথম দশক ও রমজান মাসের শেষ দশকে নির্বাচন করা যায়। আর মাসের হিসাবে রমজান মাস কে নির্বাচন করা যায়।

কুরআন সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ ও ভুলে যাওয়ার প্রতি ধমকি :হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু থেকে থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

‘তোমরা কুরআন মুখস্ত করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা কর। যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ সে মহান সত্তার শপথ করে বলছি কুরআনের মুখস্ত সূরা বা আয়াত সমূহ মানুষের মন থেকে উটের চেয়ে অধিক পালায়ানপর।’

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কুরআনের হিফজকারীর দৃষ্টান্ত হলো পা বাধা উট। যদি এর মালিক এর দিকে লক্ষ্য রাখে তাহলে ধরে রাখতে পারবে। আর যদি তার বাঁধন খুলে দেয় তাহলে সেটি ছাড়া পেয়ে চলে যাবে।’’

হযরত আনাস ডবণ মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “আমার উম্মতের সকল সওয়াব আমার সামনে পেশ করা হল এমনকি মসজিদ হতে ময়লা দূর করার সওয়াবও।আর আমার উম্মতের গুনাহ আমার সামনে পেশ করা হলো। কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড় গুনাহ আমি সেখানে দেখিনি।”

হযরত সাদ বিন আবি উবা দা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন, “

যে ব্যক্তি কুরআন হিফজ করেছে অতঃপর তা ভুলে গেছে কেয়ামতের দিন কুষ্ঠ রোগী অবস্থায় অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।”

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভে তিলাওয়াত করা :

প্রথম বিষয় ইখলাসের সঙ্গে তেলাওয়াত করা। তিলাওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট লাভ।আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না। আদবের সঙ্গে কুরআন পড়বে মনে মনে এ কথা ভাববে যে সে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছে,আল্লাহর কিতাব পড়ছে। সরাসরি আল্লাহর সামনে পড়লে যেমন সৃষ্টি হতো সেভাবে পড়বে। কারণ সে না দেখলেও আল্লাহ তো তাকে দেখছেন।

হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে ৫০ আয়াত তেলাওয়াত করবে সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে ১০০ আয়াত তেলাওয়াত করবে সে অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ২০ আয়াত তেলাওয়াত করবেন কিয়ামতের দিন কুরআন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে না। আর যে ব্যক্তি পাঁচ শত আয়াত পড়বে কিনতার এক কোটি পরিমাণ সাওয়াব দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ,
যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

তার থেকে আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে, “যে ব্যক্তির জুমার রাতে সূরা দুখান পড়বে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় সকাল করবে।”

আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত আছে,
তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি প্রতিরাতে সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করবে সে কখনো দারিদ্রতা সম্মুখীন হবেনা।”

জাবের রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত, “নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কখনো রাত্রিবেলা ঘুমাতেন না,যতক্ষণ না তিনি   আলিফ লাম মিম তানজিলুল কিতাব কিতাব ও সূরা মুলক তেলাওয়াত করতেন।”

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা জিলজাল পড়ল সে যেন অর্ধ কুরআন পড়লো । আর যে ব্যক্তি সূরা কাফিরিন পড়ল সে যেন এক চতুর্থাংশ কুরআন পড়লো। আর যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পড়ল সে যেন এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ল।”

অপর বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি আয়তাল কুরসি ও হা-মিম তেলাওয়াত করবে সে ওই দিন সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা :

আল্লাহ তায়ালা বলেন

وقل الحمد لله

سيريكم اياته فتعرفونها

অর্থ :হে নবী আপনি বলুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই এবং সালাম তার সেই বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। (সূরা নামল :৫৯)

তিনি আরো বলেন :وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا

অর্থ :হে নবী আপনি বলুন সকল প্রশংসার ওই সত্তার জন্য যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। (সূরা ইসরা :১১১)

তিনি আরো বলেন :

لئن شكرتم لازيدنكم

(সূরা ইব্রাহীম :৭)

"অর্থ :যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো তাহলে আমি তোমাদেরকে নেয়ামত বাড়িয়ে দিব"

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহতালার প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করা হয় না,তা বরকত শুন্য থাকে।”

অপর বর্ণনায় রয়েছে , যে কাজ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দ্বারা আরম্ভ করা হয় না , তা বরকত শুন্য। এ ব্যাপারে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

উলামায়ে কেরাম বলেন - প্রত্যেক মুসান্নিফ গ্রহণকারী,দারস গ্রহণকারী, দারস প্রদানকারী, বক্তা এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করা মুস্তাহাব। ইমাম শাফি বলেন আমি পছন্দ করি প্রত্যেকে খুতবা ও আবেদনের শুরুতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করবে, তার গুণো কীর্তন করবে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পড়বে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা :
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

(সূরা আহযাব :৫৬)

“অর্থ :নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নবীর প্রতি দয়া করেন এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য ইস্তেগফার করেন। হে মুমিনগণ তোমরাও নবীর প্রতি দরুদ পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।”

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন আস রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, যে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামকে বলতে শুনেছেন,

من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشر

“অর্থ :যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরুদ পাঠ করবেআল্লাহ তাআলা   তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন”

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করবেন।”

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
“সেদিন মানুষের মধ্য থেকে সেই ব্যাক্তি আমার অধিক নিকটবর্তী হবে , যে অধিক পরিমাণে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করেছে।”

জিকির কেন্দ্রিক বিদআত

জিকিরের বিদআতসমূহঃ

আমরা জানি প্রতিটি ইবাদতের সুন্নাহ সম্মত কিছু নিয়ম কানুন আছে। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জাকাত, কুরবানী ইত্যাতি প্রতিটি ইবাদতে আলাদা আলাদা আল্লাহ প্রদত্ত সুন্নাহ সম্মত নিয়ম আছে। এর নিয়ম নীতির বাহিরে এই সকল ইবাদত আদায় করলে সওয়াতের আশা করা যাবে না। বরং মহান আল্লাহর ক্রোধের কারন হতে হবে। কারন আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম নীতি নিয়ে কারো খেল-তামাশা করার অধিকার নাই। যেমনঃ হজ্জ করার জন্য বাইতুল্লাহ গমন করতে হবে এখন যদি কেউ দেশে বাইতুল্লাহর আদতে মসজিদ তৈরি করে হজ্জের সকল নিয়ম নীতি অনুসরণ করে তবে তার কি হজ্জ হবে? এটাকে আল্লাদ্রোহী বলা হবে। সামন্য একটি নিয়ম ভঙ্গের কারনে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ভাবে সালাত এক রাকাতে দুইয়ের অধিক সেজদা দিলে বা একাধীক রুকু দিলে সালাত হবে তো! একজন অজ্ঞ মুসলিম ও জানে সালাত হবে না। সালাত আদায়ের সুনির্দষ্ট নিয়ম কানুনের জন্য যে কেউ বলতে পারে তার সালাত শুদ্ধ কিনা কিন্তু জিকিরের এমন কোন সুনির্দষ্ট নিয়ম কানুন না থাকার কারনে অনেক বিদআতি পীর ফকির তাদের বানানে পদ্ধতির জিকিরকে অজ্ঞ লোকদের নিকট ইবাদত বলে চালিয়ে দেয়। তাদের আবিস্কৃত জিকির ও জিকিরের পদ্ধতি কে ইবাদত মনে করা হয়। জিকির সম্পর্কে জ্ঞানের সল্পতার কারণ আমাদের এই অবস্থা। তাদের এই জিকির আর এর প্রদত্ত সুন্নাহ সম্মত জিকিরের পার্থক্য না জানার কারনে জিকিরের বিদআতকে ইবাদত মনে করে আদায় করছি। সুফিদের আবিস্কৃত জিকির কেন বিদআত তা আমরা বিদআতের মানদন্ড দ্বারা পরীক্ষা করব। আপনিও খুব সহজেই বুঝতে পারবেন সুন্নাহর বাইরে তাদের প্রদত্ত সমাজে প্রচলিত এই জিকিরসমূহ কেন বিদআত।

উচ্চ শব্দে বা জোরে জোরে জিকির করাঃ   আমাদের উপমহাদেশে দেখা যায় অধিকাংশ পীর তাদের মুরিদদের কে উচ্চ শব্দে বা জোরে জোরে জিকির করার নির্দশ

প্রদান করে থাকেন। মাগারির পর কোন কোন মসজিদ থেকে উচ্চ শব্দের জিকিরের শব্দ ভেসে আসে। আবার কোন কোর পীরের মুরিদ গভীর রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের সময় উচ্চ শব্দে জিকির করে, মনে হবে মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত করার জন্যই তার এই চেষ্টা। আবার কখনো কখনো দেখা যার শুধু উচ্চ শব্দে বা জোর জোরে জিকির করার জন্যই মাহফিল করা হয়। হালকায় জিকিরের জন্য পোষ্টারিং করে প্রচার করা হয়। উচ্চ শব্দে জিকির শুনে নাই এমন লোক অন্তত আমাদের দেশে পাওয়া যাবে না। উচ্চ শব্দে জিকির করা বিদআত কেন?

উচ্চ শব্দে বা জোরে জোরে জিকির করাকে শুধু বিদআত বললে মনে হয় কম হয়ে যাবে। এই কাজকে বিদআত না বলে হারাম বলা অধিক যুক্তিযুক্ত, কারন বিদআতে সজ্ঞা থেকে জানতে পারি, কোন ভালো বা নেক কাজ নেকীর আশায় করা হয় যা ইসলামে কোন কালে ছিল না। আর হারাম কাজ হল সরাসরি কুনআন সুন্নাহ বিরোধী কাজ। উচ্চ শব্দে বা জোরে জোরে জিকির করাকে মহান আল্লাহ সরাসরি নিষেধ করেছেন। যদি কেউ তার নিষেধ অমান্য করে তবে বিদআত হবে না, হারাম হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

অর্থঃ আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে সকাল সন্ধ্যায় অনুনয়, বিনয়, ভীতি সহাকারে এবং অনুচ্চস্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (সুরা আরাফ ৭:২০৫)।

আমাদের সমাজের এক শ্রেনীর আলেম আছেন তারা জোরে জোরে জিকির করার পক্ষে মতামত দেন। তারা বলে থাকেন কুরআনে অসংখ্য আয়াতে জিকিরের কথা থাকলেও জিকির কি পরিমান উচ্চ শব্দে করতে হবে তার কোন মানদন্ড নাই। এর দ্বারা তাদের ইল্মি সল্পতাই প্রমান করে। কারন উপরের আয়াতের স্পষ্ট ঘোষনা করার

পরও পীর, অলীদের দোহাই দিয়ে জোরে জোরে জিকির করার কোন যৌক্তিকতা নাই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَابۡتَغِ بَيۡنَ ذٰلِكَ سَبِيۡلًا

অর্থঃ আপনি আপনার সালাতে (ক্বিরাআত) খুব উচ্চ স্বরে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন। (সূরা বনী ইসরাঈল ইসরা ১৭:১১০)

এই আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন "এ আয়াত সে সময় নাযিল হয়েছে যখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় সংগোপনে রয়েছেন। (অর্থাৎ এ আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাক্কী জীবনে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছে)। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীগণকে নিয়ে নামায পড়তেন, কুরআন পাঠে আওয়াজকে উচু করতেন। তখন সেই আওয়াজ মুশরিকরা শুনে তারা কুরআনকে এবং কুরআন যিনি নাযিল করেছেন (মহান আল্লাহ) এবং যিনি কুরআন নিয়ে এসেছেন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গালমন্দ করলো। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। এতে তিনি স্বীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেন, আপনি কুরআন মাজীদ এত উচ্চস্বরে পাঠ করবেন না যে, আওয়াজ বাহিরে গিয়ে কাফির-মুশরিকরা শুনে গালমন্দ করার প্রয়াস পায়। আবার এত নিম্নস্বরে পড়বেন না যে, পাশের সাহাবীগণ শুনতে না পান। বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৪৩৬৩ ইসলামি ফাউন্ডেশন)

আবূ মূসা আল আশআরী (রাঃ) থেকে বর্নিত। তিনি বলেনঃ একবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গিরিপথ দিয়ে অথবা বর্ণনাকারী বলেনঃ একটি চুড়া হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক ব্যাক্তি এর উগরে উঠে জোরে বললঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার। আবূ মূসা বলেনঃ তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খচ্চরে আরোহী ছিলেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আবূ মূসা অথবা বললেনঃ হে আবদুল্লাহ আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধনাগারের একটি বাক্য বাতলে দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, বাতলে দিন। তিনি বললেনঃ তা হল “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ। (সহিহ বুখারী ৫৯৬৭ ইফাঃ, সহিহ মুসলিম ৬৬১৮ ইফাঃ)

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। তখন লোকেরা জোরে জোরে তাকবীর পাঠ করছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সদয় হও। কেননা, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। নিশ্চয়ই তোমরা ডাকছ এমন এক সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।

আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, আমি তার পিছনে ছিলাম। তখন আমি বললাম, لاَ حَوْلَ وَلاَ ِقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজের দিকে উদ্যোগী হওয়ার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য নেই)

তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনু কায়স! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের কোন একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দেব না? তখন আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসুলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তুমি বল, لاَ حَوْلَ

وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজের দিকে উদ্যোগী হওয়ার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য নেই)। (সহিহ মুসলিম ৬৬১৬ ইফাঃ)

মন্তব্যঃ উপরের হাদিস থেকেও এ কথা স্পষ্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে জোর জিকির কথা পছন্দ করতেন না। আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখান নিষেধ করলেন সেখানে সুফি বা পীরের অজিফা পালনেন মানে কিভাবে জোরে জোরে জিকির সুন্নাহ সম্মত হয়।

আমর ইবনু ইয়াহইয়া তার পিতা ইয়াহইয়াকে তার দাদা আমর ইবনু সালামাহ হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমরা (হাদীস ও ইলম শিক্ষার জন্য তালেবে ইলমগণ) ফজর নামাযের পূর্বেই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির দরজায় গিয়ে বসে থাকতাম। যখন তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বাহির হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে সাথে যেতাম। একদিন আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এসে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ) কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম, না, এখনো বের হননি। তখন তিনিও আমাদের সাথে বসে পড়লেন। যখন তিনি বের হলেন তখন আমরা সবাই উঠে তাঁর কাছে গেলাম। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ) আমি একটু আগে মসজিদের মধ্যে একটি বিষয় দেখেছি এবং দেখে খারাপ মনে করেছি, যদিও যা দেখেছি তা ভালো ছাড়া খারাপ নয়, আলহামদুলিল্লাহ।

ইবনু মাসউদ বললেন, বিষয়টি কী? আবু মূসা বললেন: আপনি, ইনশা'আল্লাহ, একটু পরেই দেখবেন। আমি দেখলাম কিছু মানুষ কয়েকটি হালাকায় (বৃত্তাকারে) বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালাকায় (গ্রুপে) একজন (নেতা গোছের) ব্যক্তি রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে (তাসবীহের মতো) কাঁকর রয়েছে। নেতা গোছের ব্যক্তি বলছে, সবাই একশতবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ুন, তখন সবাই ১০০ বার 'আল্লাহ

আকবার’ বলছে। তখন সে বলছে, সবাই ১০০ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ুন। এতে সবাই ১০০ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলছেন। তখন সে বলছে: সবাই ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলুন। সবাই তখন ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলছে। ইবনু মাসউদ বললেন, আপনি তাদেরকে কী বলেছেন? তিনি বললেন: আমি আপনার মতামতের ও নির্দেশের অপেক্ষায় তাদেরকে কিছু বলিনি।

ইবনু মাসউদ বললেন, আপনি তাদেরকে বললেন না কেন যে, তোমরা তোমাদের পাপগুলি গুণে গুণে রাখ, আর আপনি দায়িত্ব নিতেন যে, তাদের কোনো নেককর্ম নষ্ট হবে না? এরপর আমরা সবাই তাঁর সাথে মসজিদে গেলাম। তিনি ঐ হালকাগুলি (গ্রুপগুলির) একটি হালাকার নিকট গিয়ে তাদেরকে বললেন: এ তোমরা কী করছ? তারা বলল: হে আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ)! আমরা কাঁকর দিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর গণনা করছি। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের পাপগুলি গণনা কর, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের নেক কর্ম বিনষ্ট হবে না। হতভাগা উম্মতে মুহাম্মাদী! কত দ্রুত তোমরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছ! এখনো তোমাদের মাঝে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ বিপুল সংখ্যায় জীবিত রয়েছেন। দেখ! তাঁর পোশাকগুলি এখনো পুরাতন হয়নি, তাঁর আসবাবপত্র এখনো ভেঙ্গে নষ্ট হয়নি। (অথচ তার আগেই তোমরা ধ্বংসের পথে চলে গেলে) আল্লাহর কসম করে বলছি: তোমরা কি মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধর্মের চেয়েও ভালো কোনো ধর্মের ওপরে আছো? নাকি তোমরা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর দরজা খুলে নিলে?

সমবেত জিকিরকারীরা বলল: হে আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ)! আমরা তো একান্তই ভাল নিয়্যাতে এ কাজ করেছি। তিনি জবাবে বললেন: অনেক মানুষেরই উদ্দেশ্য ভালো হয়, তবে সে ভালো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। (কারণ, উদ্দেশ্য ভাল হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য অর্জনের পন্থা ভালো হয় না)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে, কিছু মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তাদের তিলাওয়াত কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না। (বিদ'আতে লিপ্ত থাকার ফলে তাদের আমল কবুল হবে না)। আল্লাহর কসম! আমি জানি না, হয়ত তোমাদের অনেকেই এই শ্রেণির অন্তর্গত। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন।

আমর ইবনু সালামাহ (বর্ণনাকারী) বলেন, এ সকল হলাকায় যারা উপস্থিত ছিল তাদের অধিকাংশকেই দেখেছি নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষে আমাদের (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বিপক্ষে) যুদ্ধ করছে। (সুনান আদ দারেমী হাদিস নম্বর ২১০, বাংলা হাদিস এ্যাপেও ২১০ নম্বর সিরিয়ালেই আছে, হাদিসের মান হাসান, ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ১৫/৩০৬ নং ১৯৭৩৬, তাবারানী, আল কাবীর নং ৮৬৩৬ (সনদ যয়ীফ), আহমদ (অতি সংক্ষিপ্ত আকারে) ১/৪৪৪, তিরমিযী ২১৮৯, ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামাহ ১৬৮)

মন্তব্যঃ এইভাবে জিকির করা যদিও আমলকারীদের ভাল লেগেছিল কিন্তু সুন্নাহ সম্মত নয় বিধান ইবন মাসউদ (রাঃ) এ পদ্ধতির জিকির অপছন্দ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তাসবীহ সমূহের সংখ্যা ১০০ নির্ধারণ করে, উচ্চ স্বরে, হালকা কায়েম করে কখনও আদায় করেনি বা সাহাবীদেরআও (রাঃ) আমল করতে বলেন নাই। জিকিরের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, প্রত্যেক ব্যক্তি হাদিসে বর্ণিত জিকিরগুলো একা একা পাঠ করবে। সালাত শেষে বা সালাতের আগে দলবদ্ধভাবে জিকির করা বিদ'আত যা ইসলাম সমর্থন করে না। তাই এ সব কাজ আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

মন্তব্যঃ আমাদের আকাবিরদের ভুলকে ব্যাখ্যা বিশ্লষনের মাধ্যমে সঠিক প্রমান করা নিতান্তই মুর্খতা। কাজেই হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে সুন্নাহ সম্মত ইবাদাত থেকে দুরে রাখা বা থাকা কতটুকু যৌক্তিক? প্রশ্ন রাখলাম আপনাদের নিকট। কাজেই বহুল প্রচলিত দলবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে জিকির করা থেকে বিরত থাকি এবং অন্যদের ও বিরত রাখার চেষ্টা করি।

উচ্চস্বরে জিকিরের দলীল খন্ডনঃ

যারা উচ্চস্বরে জিকিরের পক্ষ কথা বলেন, তাদের দাবি সহিহ বুখারীতেই উচ্চস্বরে জিকিরের হাদিস আছে। এই বলে তারা নিম্মর সহহি হাদিসটি উল্লেখ কবেন।

১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, নাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় মুসল্লিগণ ফরয সালাত শেষ হলে উচ্চস্বরে যিকর করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এরূপ শুনে বুঝলাম, মুসল্লিগণ সালাত শেষ করে ফিরছেন।

মন্তব্যঃ শুধু এই হাদিসটি উল্লেখ করলে উচ্চস্বরে জিকির করা নিষেধ করা জাবে না। কারন এখানে পরিস্কার করে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সময় মুসল্লিগণ ফরয সালাত শেষ হলে উচ্চস্বরে যিকর করতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো পরে হাদিসটি যার নম্বর ৮০২ ইফাঃ। দেখুন একই সাহাবি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাকবীর শুনে আমি বুঝতে পারতাম সালাত শেষ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় মাইক ছিল না বিধায় সালাম ফিরানোর পর একবর মাত্র একবার উচ্চস্বরে তাকবির বলে সকলকে বুঝান হত সালাত শেষ। এই একবার উচ্চস্বরে তাকবির দ্বারা উচ্চস্বরে জিকির প্রমান করা অপব্যাখ্যা। এই আমলটি সুন্নাহ হিসাবে আজও অনেক মসজিদে চালু আছে।

উচ্চস্বরে জিকিরে পক্ষে সবচেয় বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় একটি যঈফ হাদিস দলিল হিসাবে প্রচার করে। হাদিসটি হলঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন, -তোমরা অধিক পরিমাণ আল্লাহর জিকির কর যেন লোকেরা তোমাদের পাগল বলে। (মুসনাদে আব্দ বিন হুমাইদ-৯২৫, সহীহ ইবনে হিব্বান-৮১৭, মুসনাদে আহমাদ-১১৬৫৩, শুয়াবুল ঈমান-৫২৩)

মন্তব্যঃ এই হাদিসটি কে শায়েখ নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ যঈফ বলেছেন। এর জন্য দেখুন তার লিখিত "যঈফ ও জাল হাদীসের সিরিজ" দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭, বাংলা হাদিসের এ্যাপ এর "যঈফ ও জাল" হাদিসের সিরিয়াল নম্বর ৫১৭। হাদিস ব্যাখ্যার করার সময় নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ অনেকের মতামত তুলে ধরেছেন। এই হাদিসটি ইমাম হাকেম সহিহ বলেছেন। তার দাবী খন্ডন করে অনেক মুহাদ্দিসের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সামগ্রিক বিবেচনায় হাদিসটি যঈফ বলেছেন।

যদিও হাদিসটি সহিহ বলে ধরা হয় তবুএ এই হাদিসটি দ্বারা উচ্চস্বরে জিকির করা জায়েয বলা যাবে না। অধিক জিকির আর উচ্চস্বরে জিকির এক নয়। অধিক জিকির দ্বারা এও বুঝান হতে পারে যে, তিনি সর্বদা জিকির করবেন তার খাবার খাওয়া, গোছল করার ও সময় পাবে না। দেখলে মনে হবে পাগল।

যারা উচ্চস্বরে জিকির করার কথা বলে এই হাদিসের আলোকে তাদের দাবি হলোঃ "কোন জাকেরীনকে তখনই পাগল বলবে, যখন সে জোরে জোরে পাগলের মত সর্বদা জিকির করতে থাকবে"। তাদের এই দাবি কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কারন উপরে দেখেছি সুরা আরাফের ২০৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অনুনয়, বিনয়, ভীতি সহাকারে এবং অনুচ্চস্বরে জিকিরের কথা বলেছেন। কাজেই কুরআনের বিরোধী কোন ব্যাখ্যা বিশ্লষন করা যাবে না। এ সম্পর্কিত হাদিসও আগে উল্লেখ করেছি। কাজেই এ হেন সুন্নাহ বিরোধী কাজ থেকে দুরে থাকি।

শুধু “আল্লাহ, আল্লাহ” জিকির করা একটি বিদআতঃ শুধু “আল্লাহু, আল্লাহু” বলে জিকির করা সুন্নাহ বিরোধী কাজ। অনেক সহিহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জিকিরের শব্দাবলী শিক্ষা প্রদান করেছেন। তার দেখানো পদ্ধতিতে আমাদের প্রিয় সাহাবীগনও (রাঃ) জিকির আদায় করেছেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলার একটি মাত্র নাম নিয়ে একক শব্দে কোন জিকিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। একক শব্দে জিকির করা যদি শরীয়ত সম্মত হত তবে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য তা উল্লেখ করতেন। সাহাবীগণও (রাঃ) তা পালন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসগুলো পুঙ্খানু পুঙ্খানুভাবে গবেষনা করে দেখা যায়, যত দুয়া ও জিকির বর্নিত হয়েছে তার সবগুলিই পূর্ণাঙ্গ বাক্য। যেমনঃ সুবাহান আল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদীহ, সুবাহানআল্লাহিল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া-লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির ইত্যাদি।

এই বাক্যগুলীর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের বড়ত্বের কথা, তার প্রশংসা কথা, তার পবিত্রতার কথা, মহত্যের কথা। শুধু “আল্লাহ, আল্লাহ” বলে জিকির দ্বারা মহান আল্লাহ কোনো বড়ত্ব, প্রশংসা বা পবিত্রতা কোনটাই প্রকাশ পায় না। তাছাড়া এ ধরনের জিকিরগুলোকে অর্থবোধক বাক্য বা কথা বলা হয় না। আর এতে উপকারী কোন অর্থও প্রকাশ পায় না। এটা একক শব্দ যাতে কোন উপকার পাওয়া যায় না। কেননা এই নামগুলো উল্লেখ করে ডেকে যদি কোন আবেদন বা প্রার্থনা পেশ না করা হয়, তবে এই ডাকটাই অনর্থক হয়ে যায়। বরং আল্লাহ তা'আলাকে ডাকার পর নিজের চাহিদা তাঁর নিকট তুলে ধরতে হবে। এই ধরনের কোন জিকির রাসুল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তার সাহাবী (রাঃ) থেকে প্রমানিত নয়। এমনটি তাদের পরবর্তী তাবেঈ বা তাবে-তাবেঈদের আমল দ্বারাও প্রমানিত নয়। তাই এই ধরনের আমল দ্বীনের মধ্যে ইবাদত হিসেবে পালন করার কোনো সুযোগ ইসলামের মধ্যে নেই।

যেহেতু কোনো কাজকে ইবাদত হতে হলে অবশ্যই রাসুল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তার সাহাবী (রাঃ) থেকে সুস্পষ্ট দলিল থাকতে হবে। কিন্তু এর জন্য কোন দলীল পাওয়া যায়নি। আমলের ক্ষেত্রে কোন প্রকার নতুন পদ্ধতি আবিস্কারই বিদআত। তাই এই ধরনের জিকিরকে অনেক আলেম বিদআত বলেছেন। যদিও আমাদের উপমহাদেশের অনেক পীরপন্থী আলেম ইহার পক্ষে কথা বলেন। তারা তাদের অজিফা আদায়ের জন্য এই একক বাক্যের জিকিরের সবক দিয়ে থাকেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ “শুধু (আল্লাহর) নাম তা গোপনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে তা একটি পূর্ণ কথা নয় আর না একটি পূর্ণ বাক্য। আর না এর সম্পর্ক কুফর বা ঈমানের সাথে আছে, না আদেশ কিংবা নিষেধের সাথে সম্পর্কিত। আর না সালাফ (পূর্বসুরী) থেকে প্রমাণিত আর না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ করেছেন”। (মাজমাউল ফাতাওয়া, ১০/৫৫৬)

দলীল খন্ডনঃ

যারা “আল্লাহ, আল্লাহ” জিকির করেন তারা প্রথমেই কুরআন দ্বারা দলীল প্রদান করে। পীরপন্থী অনেক আলেম কে দেখিছি “আল্লাহ, আল্লাহ” জিকির জায়েয করার জন্য আলাদা ভিডিও তৈরি করে ইউটিউবে ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের প্রায় সকলে কুরআন সুন্নাহ থেকে দলীল উল্লেখ করে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাদের উল্লেখিত দলীলের কিছু উদাহরণ পেশ করা হলঃ

আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى

অর্থঃ বলুন! আল্লাহ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। (সুরা বনী-ইসরাঈল ১৭:১১০)

মহন আল্লাহ আরও এরশাদ করেনঃ

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون

অর্থঃ আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। (সুরা আরাফ ৭:১৮০)

মহন আল্লাহ আরও এরশাদ করেনঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

অর্থঃ আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। (সুরা মুযযাম্মিল ৭৩:৮)

মহন আল্লাহ আরও এরশাদ করেনঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

অর্থঃ এবং সকাল-সন্ধ্য ায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। (সুরা দা’হর ৭৬:২৫)

মহন আল্লাহ আরও এরশাদ করেনঃ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

অর্থঃ এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (সুরা আ'লা ৮৭:১৫)

মহন আল্লাহ আরও এরশাদ করেনঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

অর্থঃ আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (সুরা আ'লা ৮৭:১)

এমনিভাবে সূরা বাকারা ২:১১৪, সুরা নূর ২৪:৩৬, সুরা ওয়াকিয়াহ ৫৬:৭৪, সুরা হজ্জ ২২:৪০ উল্লেখ করে। যে সকল আয়াতে পালনকর্তার নাম স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে।

মন্তব্যঃ তাদের দাবী, এই সকল আয়াতে মহান আল্লাহ তার নামে জিকির করা সরাসরি নির্দেশ প্রাদান করছেন। এমন কি সুরা বনী-ঈসরাইতো সরাসরি বলে দিয়েছেন যে, "আল্লাহ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই"। কাজেই আল্লাহ আল্লাহ নামের জিকির করা যাবে। মহান আল্লাহ যতগুলো নাম আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ও প্রচলিত নাম হলো, আল্লাহ।

কাজেই মহান আল্লাহর এই নামে (আল্লাহ) জিকির কথা যাবে। যারা বলে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করা যাবে না, এটি তাদের অজ্ঞতার পরিচয়।

বরং তাদের এই দাবি ও ব্যাখ্যাই অজ্ঞতার পরিচায়ক। কুরআনে সালাত কায়েমের কথা বলা হয়েছে। জাকাত আদায়ে কথা বলা হয়েছে। কিন্ত সালাত আদায়ে পদ্ধতি কি? কিভাবে সালাত শুরু করব, রুকু বা সিজদাহ কিভাবে আদায় করব, কখন বৈঠক করব, কোথায় কোন দুয়া বা কালাম পড়তে হবে সবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখান পথে করতে হবে। আবরা ধরুন যাকাতের কথা কুরআনে আসলেও কি পরিমান মাল অর্জিত হলে জাকাত দিতে হবে? জাকাতের নিসাব পরিমানই বা কত? জাকাতে কাদের হক আছে এই সকল প্রশ্নের সমাধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাওয়া যাবে।

এবার আসুন আমদের বিষয়টিতে। এই আয়াতগুলো কার উপর নাজিল হয়েছিল। তিনি কি এই আয়াতে মর্ম বুঝে এর হুকুম হকসহ আদায় করে নাই? তার সাথিদের ও এই আয়াতের মর্ম বুঝতে দেন নাই। এই সকল প্রশ্ন করলে আর যা হোক ঈমান থাকবে না।

এই সকল আয়াত আমদের প্রানের চেয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাজিল হয়েছিল। মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে তাকে সালাত, সিয়াম, জাকাত প্রভৃতি ইবাদতের মতই সকল হুকুম বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি তা আদায় করতে সামান্যতাম কার্পন্য করে নাই। কাজেই আল্লাহ যখন বলেছেন আমার নামে জিকির কর, তখন তিনি তার নামে জিকির করছেন। কিন্তু কোন বাক্যে? হাদিসে বর্নিত বাক্যের মাধ্যমে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন হাদিসে উল্লেখ নাই যে তিনি আল্লাহ আল্লাহ জিকির করছেন। যদি বলেন এই আয়াতে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করার কথা বলা হয়েছে কিন্ত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বুঝেন নাই। (নাউজুবিল্লাহ)। তা হলে আপনি এই আল্লাহ আল্লাহ নামের জিকির করুন। আমাদের বলার কিছু নাই।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করছেন, আমরা যেন তার নামের উসীলায় তাঁর নিকট দুয়া করি। কোন কিছু চাইতে হলে তার নাম ধরে যেন চাই। তাঁকে যেন তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ধরে ডাকি এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করি। আমরা যদি শুধুমাত্র ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম এভাবে আল্লাহকে ডাকি কিন্তু তাঁর নিকট কিছু না চাই তাহলে সেগুলো অপূর্ণ বাক্য হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলাকে এভাবে ডাকার পর নিজের চাহিদা তুলে ধরতে হবে। যেমনঃ "ইয়া গাফুর ইগফির লী" অর্থাৎ "হে ক্ষমাশীল আমাকে ক্ষমা করুন" অথবা "ইয়া রাযযাক উরযুক নী" অর্থাৎ "হে রিজিক দাতা আমাকে রিজিক দিন"। কিন্তু আল্লাহকে ডাকার পর যদি কোন কিছু না চাওয়া হয় তবে এই ডাকার কোন অর্থই থাকল না। তাই আপত্তি হল, শুধু "আল্লাহু আল্লাহু" বলে অপূর্ণ বাক্য দ্বারা জিকির করার ব্যাপারে যেখানে আল্লাহকে ডাকার পর কিছুই চাওয়া হয় না। সুতরাং মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগী ইখলাসের সাথে এমনভাবে করা যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর দেখানো পন্থাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। জিকির কিংবা অন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজেদের তৈরি করা পন্থা অবলম্বন করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।

তারা এ সমর্থনে যে হাদিস উল্লেখ কর তা হলঃ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, পৃথিবীতে 'আল্লাহ আল্লাহ' বলার মতও কেউ নাই। (সুনানে তিরমিজি ২২১০ ইফাঃ, সহিহাহ ৩০১৬, সহিহ মুসলিম)।

মন্তব্যঃ এ হাদীসগুলোর অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কিয়ামত এমন এক সময় সংঘটিত হবে যখন পৃথিবীর বুকে এমন একজন মানুষও বিদ্যমান থাকবে না যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বা "আল্লাহ" শব্দটি মুখে উচ্চারণ করে। সব মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে শিরক, কুফরী, নোংরামি ও নানা পাপাচারে ডুবে যাবে তখন এ সকল নিকৃষ্ট মানুষদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। উক্ত হাদীস থেকে আল্লাহু আল্লাহু জিকির করার বৈধতা আদৌ প্রমাণিত হয় না।

---- শুধু "ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ" জিকির করা একটি বিদআতঃ শুধু "আল্লাহ, আল্লাহ" জিকির করা যেমন সুন্নাহ সম্মত নয় ঠিক তেমনি শুধু "ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ" জিকির করাও সুন্নাহ সম্মত জিকির নয়। উপরে আলোচিত হয়েছে একক অর্থহীন বাক্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও জিকির নাই, তাই এমন জিকির করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবিগন (রাঃ), তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী কারো দ্বারা "ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ" জিকির করার প্রমান নাই। মহান গ্রন্থ আল কুরআনেও বহু আয়াতে এই কালিমা (লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। বহু স্থানে এই কালিমার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। নিম্ম উদাহরণ দেয়ার জন্য কয়েকটি আয়াত তুলে ধরলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। (সুরা বাকারা ১৬৩)

মহান আল্লাহ বলেন,

اللهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (সুরা ইমরান ৩:২, সুরা বাকারা ২:২৫৫)

মহান আল্লাহ বলেন,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

অর্থঃ আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তাঁরই। [সুরা ত্বা-হা ২০:৮]

মহান আল্লাহ বলেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

অর্থঃ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও পালনকর্তা। (সুরা দুখান ৪৪:৮)।

অসংখ্যা সহিহ হাদিসে পরিপূর্ণ কালিমা লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ উঠে এসেছে। ইহার ফজিলতও বর্নিত হয়েছে বিধান ভাবে। এমন কোন হাদিস গ্রন্থ নেই যেখানে এই কলেমার গুরিত্ব তুলে ধরা হয় নাই। কিন্তু কোথাও আপনি শুধু ইল্লাল্লাহ ফজিলত বা গুরুত্ব পাবেন না। আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পরিপূর্ণ কালিমা লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ এর জিকির করছেন বলে হাদিসে প্রমানিত। যেমনঃ

১। মাহমুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা তাঁর স্মরণ আছে। আর তিনি বলেনঃ তাদের ঘরের পানির ডোল থেকে পানি মুখে নিয়ে তিনি তার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন সে কথাও তার স্মরণ আছে। তিনি বলেনঃ ইতবান ইবনু মালিক আনসারীকে, এরপর বনী সালিমের এক ব্যাক্তিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে আমার এখানে এলেন এবং বললেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যাক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং এ বিশ্বাস নিয়ে কিয়ামতের দিন হাযির হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। (সহিহ বুখারি ৫৯৮০ ইসলামি ফাউন্ডেশন)।

২। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত লাভে কে সবচাইতে বেশি ভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারন আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচাইতে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যাক্তি যে খালিস দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (পূর্ণ কালেমা তাইয়্যেবা) বলে। (সহিহ বুখারি ৯৯ ইসলামি ফাউন্ডেশন)।

৩। সায়ীদ ইবনু মূসাইয়্যাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তালিব এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহল ইবনু হিশাম ও আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়্যা ইবনু মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজানো! 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমা পাঠ করুন, তা হলে এর অসীলায় আমি আল্লাহর সমীপে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারব।

আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবূ উমায়্যা বলে উঠল, ওহে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হবে? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে কালিমা পেশ করতে থাকেন, আর তারা দু'জনও তাদের উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অবশেষে আবূ তালিব তাদের সামনে শেষ কথাটি যা বলল, তা এই যে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল রয়েছে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল রয়েছে, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! তবুও আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক নাযিল করেন, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الآيَةَ নাবীর জন্য সঙ্গত নয় ... (সূরা তাওবাঃ ১১৩)। (সহিহ বুখারি ১২৭৭ ইসলামি ফাউন্ডেশন)।

৪। আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। তার পরিধানে তখন সাদা পোশাক ছিল। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার এলাম, তখন তিনি জেগে গেছেন। তিনি বললেনঃ যে কোন বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং এ অবস্থার উপরে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললামঃ সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে? তিনি বললেনঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও। আমি বললামঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আবূ যারের নাসিকা ধুলাচ্ছন্ন হলেও। আবূ যার (রাঃ) যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখনি আবূ যারের নাসিকা ধূলাচ্ছন্ন হলেও বাক্যটি বলতেন।

আবূ আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী) বলেন এ কথা প্রযোজ্য হয় মৃত্যুর সময় বা তার পূর্বে যখন সে তাওবা করে ও লজ্জিত হয় এবং বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (সহিহ বুখারি ৫৪১০ ইসলামি ফাউন্ডেশন)।

মন্তব্যঃ এমনিভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফজিলত সম্পর্কে শত শত হাদিস বিদ্যমান। এই বাক্যটি পৃথিবীর মধ্য শ্রেষ্ঠ বাক্য যা দ্বারা জাহান্নাম হারাম হয়, জান্নাত ওয়াজিব হয়, এর সুপারিস পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। আপনি কুরআন সুন্নাহ কোথাও পাবেন না যে, শুধু "ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ" জিকির করলে এই ফজিলত হবে। কাজেই সুন্নাহ সম্মত ইবাদত বাদ দিয়ে মনগড়া পদ্ধতিতে ইবাদাত করার প্রয়োজনই কি? যে জিকিরের ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় নাই তা বাদ দিয়া একটি উদ্ভট যুক্তি দাড় করিয়ে ইবাদাত করার লাভ কি? আপনি যদি পরিপূর্ণ কালিমা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করেন তবে ফজিলত নিশ্চিত। কেন অনিশ্চিত পথে হাটবেন। একটু বিবেক খাটানো উচিত।

দলীল খন্ডনঃ

যাহোক যারা "ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ" জিকির করেন তারা কোন দলীলের ভিত্তিতে করে না তার একটু পর্যালোচনা করব।

১। আরবী ব্যাকরণে ইল্লাহ ঠিক আছেঃ

যারা এর পক্ষে বলেন তেমনই এক জন আলেম কে প্রশ্ন করা হলোঃ ইল্লাল্লাহ জিকির করা কি?

তিনি উত্তরে লিখলেনঃ
আমরা অনেক সময় বলে থাকি “এখানে কেউ আসবে না” তারপর বলি “আব্দুল্লাহ ছাড়া।”

প্রথম বারের কথা দ্বারা সবাইকে নিষধ করছি, তারপর আব্দুল্লাহ ছাড়া শব্দটি বলে শুধু আব্দুল্লাহের আগমণের অনুমতি দিচ্ছি। তাই না?

তেমনি আমাদের কালিমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অর্থ। আমরা প্রথমে বলি লা-ইলাহা” মানে হল কোন ইলাহ/মাবুদ নেই”। তারপর বলি ইল্লাল্লাহ” তথা আল্লাহ আছে।

আমরা অনেক সময় বড় মজলিসে বলি কেউ এখানে আসবে না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পর বলি তবে আব্দুল্লাহ, তবে আব্দুল্লাহ।

এই যে, তবে আব্দুল্লাহ বলছি এর মানে কিন্তু এখানে কেউ আসবে না তবে আব্দুল্লাহ আসবে। তাই নয় কি? আব্দুল্লাহ নাই, আব্দুল্লাহ নাই একথা কিন্তু কোন আহমকই বুঝে না।

ঠিক তেমনি বার তাসবীহ জিকিরে দুইশত বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করার পর চারশত বার শুধু বলা হয় ইল্লাল্লাহ [তবে আল্লাহ], ইল্লাল্লাহ। এর মানে এর আগে উক্ত ব্যক্তির নিয়তে উহ্য রয়েছে লা-ইলাহা শব্দটি।

যে ব্যক্তিই ইল্লাল্লাহ জিকির করেন, তার মনে কিছুতেই একথা থাকে না যে, আল্লাহ নাই, আল্লাহ নাই নাউজুবিল্লাহ। বরং তার ব্রেইনে থাকে লা-ইলাহা আর মুখে উচ্চারণ করে ইল্লাল্লাহ। যার পরিপূর্ণতা মূলত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অন্তরে লা ইলাহা শব্দ আর

মুখে ইল্লাল্লাহ। সুতরাং এতে কোন প্রকার অর্থের বিকৃতি ঘটে না। কুফরী কোন কথাই আবশ্যক হয় না।

আরবী ভাষায় এর ভুরি ভুরি নজীর রয়েছে। যেমনঃ

এক হাদীসে এসেছে রাসূল সাঃ হারামের সিমানার গাছ কাটতে নিষেধ করেছেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ বলেন, ইল্লাল ইজখির? তথা "তথা "তবে ইজখির"। তখন রাসূল (সাঃ) জবাবে বললেন শুধু "ইল্লাল ইজখিল তথা "ইজখীর" ছাড়া। {মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৩৫৩}

শুধু ইল্লাল ইজখির বললেন আল্লাহর রাসূল। মুস্তাসনা মিনহু তথা কার থেকে ইজখিরকে পৃথক করলেন তা উল্লেখ করেননি। কারণ এটি জানা বিষয় এবং মনের মাঝে উহ্য আছে সকল বিষয় কাটা হারাম তবে ইজখির ছাড়া। যেহেতু মনের মাঝে সকল কিছু কাটা হারাম শব্দটি উহ্য আছে। তাই মুখের শব্দে ইজখির বলার দ্বারা অর্থের বিকৃতি ঘটেনি।

তেমনি মনের মাঝে লা-ইলাহা লুকায়িত থাকা অবস্থায় মুখে ইল্লাল্লাহ বলার দ্বারাও কোন প্রকার অর্থের বিকৃতি ঘটে না। কোন কুফরী কথা লাজিম আসে না। বাকি কথা হল, শায়েখের নির্ধারিত অজিফা আদায় করার সময় ছাড়া অন্য সময় কুরআন ও হাদীসে সরাসরি আসেনি এমন জিকির না করা উচিত। বিশেষ করে ইল্লাল্লাহ জিকির। বরং হাদীসে বর্ণিত জিকির করাই উত্তম। কিন্তু এটিকে শিরক বলা বিদআত বলা আহমকী বৈ কিছু নয়।

মন্তব্যঃ হযরতের এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন কথা বলোনা। কারন তার ব্যাখ্যাটি আবরী ব্যাকারণ অনুসারে সঠিক। অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহকে খুশি করা জন্য জিকির করবেন তিনি অন্তরে কুফরি রাখবেন তা কেউ বিশ্বাস করেনা। তার মানে ইল্লাল্লাহ শব্দটি উচ্চারন করায় আবরী ব্যাকারন অনুসারে কোন সমস্যা নাই। আমরাও বলি, ইল্লাল্লাহ শব্দটি উচ্চারন করায় আবরী ব্যাকারন অনুসারে কোন সমস্যা নাই। কিন্তু সমস্যা হল যখন আপনি বলবে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ শব্দ দ্বারা জিকির করা যাবে। যখনই আপনি নেকীর আশায় কোন ইবাদাত করবেন কখনই আপনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখান পদ্ধতিতে ইবাদাত করতে হবে। এর সময় সুযোগ থাকা সত্বেও কখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ শব্দ দ্বারা জিকির নাই। তিনি বলেন নাই এই পদ্ধতি জিকির করলে অধিক ফল দায়ক। আপনার কাছে অহী আসেনা অথচ আপলি এর ফজিলতে আশায় দৈনিক ৩০০ বার ৬০০ বার ১২০০ বার আদায় করছেন। তা হলে ইহাকে ইসলামে নতুর সংযোজন বা বিদআত বলতে পারবনা কেন।

ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, যদি আরবী ব্যাকারণ দ্বারা ইবাদাত করতে হয়, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এসেছিলেন? তিনি তো আমাদের ইবাদাতের পদ্ধতি দেখাতে এসেছিলেন। কাজেই আপনি যদি ইবাদাত করার দাবি করেন তবে আপনানে কুরআন সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করতে হবে। কোন যুক্তিতে কাজ হবে না।

কুরআনের ভুল ব্যাখ্যাঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অর্থঃ তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। (সুরা ইমরান ৩:১৩৫)

এই আয়াতটির একটি অংশ হলঃ (وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ) আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? এখান ইল্লাল্লাহ শব্দটি আছে। তাদের দাবি কুরআন সরাসরি ইল্লল্লাহ শব্দ পাওয়া যায়। আর কুরআনের প্রতিটি শব্দের বিনিয়ম দশ নেকীর কথা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত তাহলে ইল্লাল্লাহ শব্দের জিকিরে নিশ্চয় নেকী আছে। সুতারং ইল্লল্লাহ এর জিকির করা যাবে বিদআত হবে না। এমনিভাবে কুরআনের বহু আয়াতের একটি অংশ হিসাবে ইল্লাল্লাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই বাক্য তিলওয়াত করে ইল্লাল্লাহ এসে জোর দিয়ে বলেন, দেখুন কুরআন ইল্লাল্লাহ আছে কি নাই। উপস্থিত দর্শক বলেন ঠিক ঠিক। বাস হয়ে গেলো ইল্লাল্লাহ জিকিরদের দলীল।

মন্তব্যঃ বুঝতেই পারছেন, কুরআনে কোন শব্দ থাকলেই তার জিকির কথা সুন্নাহ সম্মত হবে এমনটি বলার অবকাশ নেই। কুরআনে ইবলিশ শয়তানের কথা আছে, আবু লাহাবের কথা আছে, ফিরাউন, হামানসহ অনেকের কথাই আছে। তাই বলে কি এদের নামের জিকির করা সুন্নাহ সম্মত হবে। আমাদের জন্য দ্বীর পরিপুর্ন হয়ে আছে, এখানে

কোন যুক্তির বলে নতুন পদ্ধতির ইবাদাত দাড় করা যাবে না। কুনআনের এই সকল আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাজিল হয়েছেন। তিনিই ভাল জানের কোন আয়াতে কোন অংশটুকু কি পরিমান ফজিলত রাখে আর কোন আয়াতের কোন অংশ বার বার পড়লে আত্মশুদ্ধি হবে। তিনি কিছু বলে গেলেন না আর আপনারা নিজের একটি পদ্ধথি আবিস্কার করে বলছেন। ইল্লাল্লাহ এর জিকির আত্মশুদ্ধির জন্য খুবই জরুরী। এই জরুরী আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝলেন। নাউজুবিল্লাহ।

মন গড়া যুক্তিঃ

ইদানিং কিছু আলেম আবার বলছেন, আপনি যদি কুরআন পড়া শিখতে যান তবে একটি শব্দ আপনাকে বার বার পড়তে হবে। মুখস্ত করতে গেলেও বার বার পড়তে হয়। মুখস্থ করার জন্য যদি একটি শব্দ বার বার বললে বিদআত না হয় তবে, ইল্লাল্লাহ জিকিরে ইল্লাল্লাহ বার বার বললে বিদআত হবে কেন? তাদের বাদি ইল্লাল্লাহ জিকির হল তাদের পীরের দেয়া একটি সবক যা মুরীদের ইসলার জন্য প্রদান করা হয়।

মন্তব্যঃ এটা কোন যুক্তি নয়। মুখস্ত করার পর আর কেউ কুরআন একটি শব্দ বার বার পড়ে না। কিন্তু পীরের মুরীদ তার পীরের দেয়া অজিফা ইল্লাল্লাহ জিকির আজীবন আদায় করে। এই যুক্তি হল মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য। মুখস্ত জন্য বার বার পড়া আর আত্মশুদ্ধির জন্য অজিফা এক জিনিস হলো।

সম্মিলিত জিকির করা

সম্মিলিত জিকির করা একটি বিদআতি কাজ। আমাদের সমাজে এই বিদআতটিও বহুল প্রচলিত। সম্মলিতভাবে জিকির করার জন্য এরা জিকির মাহফিলের আয়োজন করে। আবার কোন কোন মসজিদে মাগরিবের পর সম্মিলিত জিকিরের মজলিস আয়োজন করে। কোথাও আবার সপ্তাহে একদিন সম্মিলিত জিকিরের মজলিস আয়োজন করে থাকে। আবার এমনও অনেক সময় একই পীরের মুরিদগণ তাদের যে কোন পীর ভাইয়ের বাড়িতে সপ্তাতে একদিন সম্মিলিত জিকিরের মজলিস করে থাকে। কোন কোন পীরের মুরিদগন মাসে মাসে সম্মিলিত জিকিরের মজলিস আয়োজন করে থাকে, এই ধরনের জিকিরের মজলিস বাড়ির আঙ্গিনা বা উঠানে হয়ে থাকে। জিকির শেষে ডাল চালে খিচুড়ি খাওয়ান হয়। অনেক মুরিদ আবার বছরে একবার সম্মিলিত জিকিরের আয়োজন করে থাকে।

এইভাবে সম্মিলিতভাবে জিকির করা যে বিদআত তাতে মাজার পুজারী আর শিয়া ছাড়া সকলে একমত যে বিদআত হবে।

আমাদের সমাজে কিছু আলেম যারা নিজদের হক পন্থী পীর বলে দাবী করেন তারা সম্মিলতিভাবে জিকির করাকে শর্ত সাপেক্ষে জায়েয বলেছেন। তারা দলীল হিসবে এই হাদিসটি উল্লেখ করে তাকে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা’আলা বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী। যখন সে আমার যিকর করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী (তার মনে মনে) স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোন মজলিসে আমার জিকির (স্মরণ) করে তাহলে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম

মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী (অগ্রসর) হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে অতি দ্রুত আসি। (সহিহ মুসলিম ৬৫৬১ ইসলামি ফাউন্ডেশন)

তাদের দাবিঃ হাদিসে বলা হয়েছে, "যদি সে কোন মজলিসে আমার জিকির (স্মরণ) করে তাহলে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি"। এখান মজলিস বলতে সম্মিলিত জিকির কে বুঝান হয়েছে। তাই সম্মিলিত জিকির জায়েয। মজলিস বলতে সম্মিলিত জিকির কে বুঝান হয়েছে কথাটি ঠিক কিন্তু জিকির বুঝাতে ইসলামি আলোচনা বুঝান হয়েছে। কারন বুখারির এক হাদিসে এসেছে ফিরিস্তাগন যখন এই জিকিরের মজলিস থেকে ফিরে যায় তখন এই মজলিস সম্পর্কে মহান আল্লাহর সাথে ফিরিস্তাদর কথা হয়। বান্দা মজলিসে কি আলোচনা করে সে সম্পর্কে আল্লাহর সাথে কথা হয়। জান্নাত ও জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়ার আলোচনা রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় এই মজলিক কোন মৌখিক জিকিরের মজলিস নয়। তারচেয় বড় প্রমান হল কোন হাদিসে এ প্রমান নাই যে, এই রকম মৌখিক জিকিরের জন্য সাহাবীগণ একত্র হয়েছেন।

যেহেতু এই হাদিসের আলোকে তারা সম্মিলিত জিকির জায়েয বলেছেন এবং সাথে সাথে শর্ত আরোপ করেছেন। তাদের মতে এই শর্ত ছাড়া সম্মিলিত জিকিরকে তারা নাজায়েয হবে। বিশেষভাবে তারা ৫ টি শর্ত পূরণ করা অত্যাবশ্যক বলেছেন। তাদের দেয়া শর্তগুলি হলোঃ

১। লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হওয়া।

২। কোনো ব্যক্তির নামাযে বা অন্য কোনো ইবাদতে বিঘ্ন না ঘটানো

৩। কোনো ব্যক্তির বিশ্রামে সমস্যা না হওয়া।।

৪। আওয়াজ স্বাভাবিক হওয়া, চিৎকার করে বা অতিরিক্ত উঁচু আওয়াজে না হওয়া এবং মাইক ব্যবহার না করা।

৫। সাধারণভাবে এবং সহীহ-শুদ্ধ করে যিকির করা।

তাদের দাবি যদি উল্লেখিত শর্তাবলি পাওয়া যায় তবে সম্মিলিত জিকির করতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বা তা থেকে কোনো একটি শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কাজটি শরীয়তসম্মত হবে না।

মন্তব্যঃ দেওবন্দী অনুসারী আলেম যে শর্ত সাপেক্ষে সম্মিলতিভাবে জিকির করাকে জায়েয বলেছেন। এই সকল শর্ত এখন কোন সম্মিলিত জিকিরের মজলিস মানে না। তাই সম্মিলত জিকির করা জায়েয নয়। তাছাড়া যেহেতু মৌখির জিকিরের জন্য একত্র হওয়ার কোন প্রমান সাহাবী বা তাবেয়ীদের যুগে পাওয়া যায় না। তাই এই ধরনের নব আবিস্কার বা বিদআত থেকে দুরা থাকা আবশ্যিক।

শুধু হু হু হু করে জিকির করাঃ

আমাদের সমাজে যারা ভন্ড পীর নামে পরিচিত তারা এই ধরনের জিকির করে থাকে। যেমনঃ আটরশী, মাইজভান্ডারী, দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, শুরেশ্বরী ইত্যাদি।

তবে যারা হক্কানী পীর দাবি করে যেমনঃ চরমোনাই পীর, সারসিনার পীর, ফুরফুরার পীর, দেওবন্দী ঘরানার পীর এরা এই ধরনের হু হু করে জিকির কে বিদআত বলে। শুধু বিদআত নয় জাহেলি কাজ বা হারাম কাজ মনে করে।

হু হু জিকিরের উৎসঃ

কথিত আছে, যখন কোন ব্যক্তি ঐ সকল ভন্ড পীরের মুরিদ হতে যায়, তখন তাকে অজিফা হিসাবে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের নির্দেশ প্রদান করা হয়। মুরিদ যখন এই জিকিরের ধাপ পার করে তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের প্রথম অংশ লা ইলাহা বাদ দিয়ে শুধু ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ জিকিরের নির্দশ প্রদান করে। মুরিদ যখন জিকিরের ধাপ পার করে তখন, ইল্লাল্লাহ এর ইল্লা বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহু আল্লাহু জিকিরের জিকিরের নির্দশ প্রদান করা হয়ে থাকে। মুরিদ যখন জিকিরের ধাপও পার করে তখন, আল্লাহু এর আল্লাহ বাদ দিয়ে শুধু হু হু জিকিরের অজিফা প্রদান করা হয়।

মন্তব্যঃ বুঝতেই পারছেন হু হু জিকির কে বিদআত বললে সঠিক হবে না। বরং এই ধরনের জিকির করা পরিস্কার হারাম।

--- শুধু হু হু হু করে জিকির করাঃ

আমাদের সমাজে যারা ভন্ড পীর নামে পরিচিত তারা এই ধরনের জিকির করে থাকে। যেমনঃ আটরশী, মাইজভান্ডারী, দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, শুরেশ্বরী ইত্যাদি।

তবে যারা হক্কানী পীর দাবি করে যেমনঃ চরমোনাই পীর, সারসিনার পীর, ফুরফুরার পীর, দেওবন্দী ঘরানার পীর এরা এই ধরনের হু হু করে জিকির কে বিদআত বলে। শুধু বিদআত নয় জাহেলি কাজ বা হারাম কাজ মনে করে।

হু হু জিকিরের উৎসঃ

কথিত আছে, যখন কোন ব্যক্তি ঐ সকল ভন্ড পীরের মুরিদ হতে যায়, তখন তাকে অজিফা হিসাবে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের নির্দেশ প্রদান করা হয়। মুরিদ যখন এই জিকিরের ধাপ পার করে তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের প্রথম অংশ লা ইলাহা বাদ দিয়ে শুধু ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ জিকিরের নির্দশ প্রদান করে। মুরিদ যখন জিকিরের ধাপ পার করে তখন, ইল্লাল্লাহ এর ইল্লা বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহু আল্লাহু জিকিরের জিকিরের নির্দশ প্রদান করা হয়ে থাকে। মুরিদ যখন জিকিরের ধাপও পার করে তখন, আল্লাহু এর আল্লাহ বাদ দিয়ে শুধু হু হু জিকিরের অজিফা প্রদান করা হয়।

মন্তব্যঃ বুঝতেই পারছেন হু হু জিকির কে বিদআত বললে সঠিক হবে না। বরং এই ধরনের জিকির করা পরিস্কার হারাম।

পরিশেষে :

উপরের লেখনী থেকে আমরা যিকরের গুরুত্ব, মর্যাদা, সাওয়াব, প্রভাব, পদ্ধতি ও যিকরের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। ঈমান বৃদ্ধি, ইলম বৃদ্ধি, যিকরের আনন্দ বৃদ্ধি, আন্তরিকতা বৃদ্ধি, মাগফিরাত লাভ, আল্লাহর পথে চলার প্রেরণা ও জ্ঞান লাভের জন্য যিকর মুমিনের জীবনে অপরিহার্য। আমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক ও জাগতিক কাজকর্ম, সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে আমাদের সংমিশ্রণ, লেনদেন ও কথাবার্তা আমাদের হৃদয়গুলিকে কঠিন করে তোলে। মৃত্যুর চিন্তা, আখিরাতের চিন্তা, তাওবার চিন্তা ইত্যাদি কল্যাণময় অনুভূতি একটু দূরে সরে যায়। নিয়মিত ও সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত যিকরের পাশাপাশি যিকরের মাজলিস আমাদের হৃদয়গুলিকে পবিত্র ও আখিরাতমুখী করার জন্য খুবই উপকারী। হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করতে, হৃদয়কে আখিরাতমুখী করতে, আল্লাহ তা'লা ও তাঁর মহান রাসূল (সা.)-এর মহব্বত দিয়ে হৃদয়কে পূর্ণ করতে, আল্লাহর স্মরণের ও তাঁর ভয়ে চোখের পানি দিয়ে হৃদয়কে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে যিকরের মাজলিস অতীব প্রয়োজনীয়। যিকরের মাজলিসে একজন পরিচালক বা আলোচক থাকতে পারেন। আবার মাজলিসের প্রত্যেকেই কিছু কিছু আলোচনা করতে পারেন। এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে গেলে যিকিরের মাধ্যমেই জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

-- আল্লাহ তায়ালার জিকিরেই মানুষের শান্তি ও মুক্তি। জিকিরই হচ্ছে পার্থিব জীবনে সফলতার সোপান। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।' (সুরা আনফাল : ৪৫)। শয়তান যিকিরবিমুখ বান্দাকে গুনাহের দিকে আহবান করে। অবাধ্য অন্তরে সে নিরবিচ্ছিন্ন ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। অবহেলায় পড়ে থাকা কাঠের গায়ে ঘুণপোকা ধরার মতো বান্দার অন্তরে সে জায়গা করে নেয়। এভাবে একপর্যায়ে সে বান্দাকে পুরোপুরি নিজের কবজায় নিয়ে নেয়। ফলে বান্দা হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে শয়তানের তাবেদারি করতে শুরু করে। জীবন হয়ে ওঠে অবসাদময়। অবসাদে ঘেরা জীবনে তখন আর কোনো আশা-ভরসা থাকে না। জীবনের

প্রতিটি ক্ষেত্রে হতাশার মতো মানসিক অস্থিরতা তাকে বিচলিত করে রাখে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) হিসাব অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে হতাশাগ্রস্থ রোগীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২৭ কোটি। তবে বাস্তবিকপক্ষে এর সংখ্যা আরো অনেক বেশী। WHO এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আরো বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বের হয়ে এসেছে। যেমন–

১. বৈশ্বিক অসুস্থতার কাতারে প্রথমেই রয়েছে হতাশা।

২. হতাশায় নিমজ্জিত মানুষের মধ্যে নারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

৩. যাবতীয় ক্ষেত্রে অক্ষমতা মূলত হতাশা থেকে সৃষ্ট।

৪. যে জিনিস আত্মহত্যার দিকে সবচেয়ে বেশি প্ররোচিত করে, তা হলো হতাশা।

৫. হতাশাগ্রস্থ রোগীদের সিংহভাগের বয়স ২০-২৯ বছরের মধ্যে।(২)এই ভয়ানক ব্যাধির সমাধান একটাই। আর তা হলো আল্লাহর যিকির। যিকরুল্লাহই পারে এই ব্যাধি নিরাময় করতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

জেনে রেখো, আল্লাহর যিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।